বাংলাদেশ/মায়ানমার পরিস্থিতি - আর্টিক্যাল ১৫(৩) প্রক্রিয়া

প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আ.সি.সি) কেন?

আই.সি.সি হল একটি স্থায়ী আদালত যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবজাতির প্রতি সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য এবং তা করে, ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধ সংঘটন প্রতিহত করতে সহায়তা করার জন্য।
আইসিসির অধীনে স্বীকৃত অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের বিচারপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে এবং যেখানে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমন ক্ষেত্রে যথাযথ বিবেচিত হলে আই.সি.সি'র বিচারকদের কাছে তাদেরর নিজেদের মতামত ও উদ্বেগ উপস্থাপনের অধিকার রয়েছে। এটাকে ভুক্তভোগী অংশগ্রহণ বলা হয় এবং বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে এই অংশগ্রহণ পরিবর্তিত হয়।

এখন থেকে ২৮ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ কি করতে পারবেন?

২০১৯ সালের ৪ঠা জুলাই আই.সি.সি'র প্রসিকিউটর মায়ানমারের বেসামরিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ২০১৬ সালের ৯ই অক্টোবরের পর থেকে অভিযোগক্রমে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ, যেমন নির্বাসন, অন্যান্য অমানবিক কাজ ও নির্যাতনের তদন্তের অনুমোদনের জন্য বিচারকদের কাছে আবেদন করেন (প্রসিকিউটর ৪ঠা জুলাই ২০১৯ এর আবেদনটি দেখুন)।
এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলাদেশ/ মায়ানমার পরিস্থিতি সম্পর্কে আদালত মানবতাবিরোধী অপরাধগুলির বিষয়ে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে, যেমন প্রসিকিউটর আবেদনে উল্লিখিত অপরাধসমূহ যা ২০১০ সালের ১লা জুন-যখন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রোম সংবিধি কার্যকর হয়েছিল তার পর থেকে সংঘটিত হয়েছে। এর অর্থ হল মায়ানমার থেকে নির্বাসিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এবং/অথবা যারা ১লা জুন ২০১০-এর পর থেকে সংঘটিত অপরাধের ফলে ক্ষতির শিকার হয়েছেন তারা নিবেদন করতে পারেন।
একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসাবে আপনি এখন বিচারকদের কাছে বলতে পারেন যে আপনি তদন্ত চান কিনা এবং এই বিষয়ে আপনার অন্যান্য যেসব মতামত এবং উদ্বেগ রয়েছে তা জানাতে পারেন। একে বলা হয় "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের নিবেদন"। এটি বিচারকদের ক্ষতিগ্রস্তদের কোনও সম্ভাব্য উদ্বেগ থেকে থাকলে তা বুঝতে সহায়তা করবে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল, এটি প্রসিকিউটর কর্তৃক আবেদনকৃত তদন্তের অনুমোদন দেয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে বিচারকদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। আপনাকে অপরাধ সংগঠনের প্রমাণ দেয়ার প্রয়োজন নেই। আপনাকে কেবলমাত্র ঘটনাগুলি এবং আপনি যে ক্ষতির শিকার হয়েছেন তা বর্ণনা করতে হবে।

আই.সি.সি'র কাছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিবেদন জমা দেয়ার সময়সীমা ২৮ অক্টোবর ২০১৯।

দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে যে যারা নিবেদন করতে চান তারা যেন প্রথমে ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আদালত থেকে প্রশিক্ষণ বা ব্যাখ্যা পেয়েছেন এমন কারও কাছে সহায়তা চেয়ে নেন। এটি কোনও সুশীল সমাজের সংগঠন, একজন আইনজীবি বা অন্য কোনো ব্যক্তি হতে পারে।

নিবেদন জমা দেবেন কিনা সে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের কি জানা প্রয়োজন?

শুরু থেকেই লক্ষ করা জরুরী যে আই.সি.সি প্রক্রিয়া:

- দীর্ঘ সময় নিতে পারে এবং কেউ দোষী সাব্যস্ত নাও হতে পারে;
- এটি নিশ্চিত করে না যে আপনার অধিকারসমূহ পুনরুদ্ধার হবে বা আপনাকে নিরাপদে মায়ানমারে প্রত্যাবাসন করা হবে এবং এগুলির সাথে সম্পর্কিত নয়;
- বাংলাদেশে আপনি যে অনুদান ও সহায়তা পাচ্ছেন তার উপর প্রভাব ফেলবে না।

এটা জেনে রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বর্তমান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিবেদন প্রক্রিয়াটি আদালতের কার্যক্রমে অংশ নেওয়া বা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য আ.সি.সি'র কাছে কোনও আবেদন প্রক্রিয়া নয়। নিবেদন ফরম জমা দেওয়ার মাধ্যমেই আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিচারকার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে বা ক্ষতিপূরণ চাইতে পারবেন, তা

নয়। বিচারকগণ প্রসিকিউটরকে তদন্ত শুরুর অনুমোদন প্রদান করলে পরবর্তী পর্যায়ে বিচারকার্যে অংশগ্রহণ এবং/অথবা ক্ষতিপূরণের জন্য আপনাকে আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে।

আই.সি.সি'র কাছে কে "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি" হিসাবে বিবেচিত?

আই.সি.সি'র এখতিয়ারভুক্ত কোনও অপরাধের ফলস্বরূপ যদি আপনি বা নিকট পরিবারের কোনও সদস্য ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে আই.সি.সি'র কাছে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন।
ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহও অন্তর্ভূক্ত হতে পারে যাদের সম্পদ মূলত কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় (ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প বা বিজ্ঞান বা দাতব্য ও মানবিক উদ্দেশ্যে, বা ঐতিহাসিক সৌধ এবং হাসপাতাল) এবং তারা আই.সি.সি'র এখতিয়ারভুক্ত অপরাধের ফলে ক্ষতির শিকার হলে।
মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে অপসারণজনিত অপরাধ এবং এসম্পর্কিত অন্যান্য অপরাধের শিকার সকল ব্যক্তিকে তাদের লিঙ্গ, বয়স, বর্ণ, ধর্ম, নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধ্যাত্ব বা অন্যান্য বিষয় নির্বিশেষে ফরমটি পূরণ করতে স্বাগত জানানো হচ্ছে। অর্থাৎ নারী, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ, যৌন-সহিংসতার শিকার ইত্যাদি সকলকেই নিবেদন জমা দেয়ার জন্য স্বাগত জানানো হচ্ছে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে নিবেদন করা এবং আই.সি.সি'র সামনে সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে?

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে নিবেদন করাটা ঐচ্ছিক এবং তদন্তের অনুমোদনের জন্য প্রসিকিউটরের আবেদন সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত
ব্যক্তিদের নিজস্ব মতামত এবং উদ্বেগসমূহ বিচারকদের অবহিত করাটা এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।
একটি নিবেদন কোনও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিবৃতি নয় এবং এটি ফৌজদারি কার্যবিধিতে প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হয় না। সম্ভাব্য ভবিষ্যত বিচারকার্যক্রমে আদালতের সামনে প্রসিকিউশন, বিবাদী বা ক্ষতিগ্রস্তদের আইনী প্রতিনিধির জন্য সম্ভাব্য সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ভুমিকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিবেদন জমা দেওয়াটা সম্পূর্ণ আলাদা।
প্রসিকিউশন, বিবাদী, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের আইনী প্রতিনিধি বা চেম্বার বিচারকার্যক্রমের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষ্যদাতাদের কে ডাকেন, সাধারণত কোর্টরুমে সরাসরি উপস্থিত হয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহের সত্যতা যাচাই এবং জবাব প্রদানের জন্য। কিছু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিচারকার্যক্রমে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হতে পারে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিবেদন প্রক্রিয়া সেরকম সম্ভাবনার সাথে যুক্ত নয়।

আই.সি.সি বিচারকগণ কোন ধরণের ক্ষতিগুলিকে বিবেচনা করবেন?

আদালতের এখতিয়ারভূক্ত অপরাধ সমূহের ফলস্বরূপ একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যে বিভিন্ন ধরণের ক্ষতির শিকার হন আই.সি.সি সেগুলিকে স্বীকৃতি দেয়। এই অপরাধগুলি একজন ব্যক্তির দেহে শারীরিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। এগুলির দ্বারা মানসিক যন্ত্রণা অথবা মনস্তত্ত্বিক বা মানসিক ক্ষতি হতে পারে, যার দ্বারা একজন ব্যক্তি যা দেখেছে বা সহ্য করেছে তার কারণে তার মনে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। এর মধ্যে বৈষয়িক ক্ষতিও থাকতে পারে, যেমন কোনও অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বাড়ি বা অন্যান্য সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে বা খোয়া যেতে পারে। মৌলিক অধিকারগুলির উলঙ্ঘন যেমন শিক্ষার সুযোগ নষ্ট, সামাজিক মর্যাদা হ্রাস, ইত্যাদিও স্বীকৃত।

আপনার নিবেদনের সমর্থনে কোনও ধরণের ক্ষতির প্রমাণ সরবরাহ করার প্রয়োজন নেই।

মানবতাবিরোধী অপরাধগুলি কী?

নিম্নলিখিত যে কোনও ক্রিয়াকলাপ যদি কোনও বেসামরিক জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিস্তৃত বা নিয়মতান্ত্রিক জ্ঞানসম্মত হামলার অংশ হিসাবে সংঘটিত হয়ে থাকলে তা "মানবতাবিরোধী অপরাধগুলি'র" মধ্যে পড়ে: হত্যা; নাশকতা; দাসত্ব; নির্বাসন বা জনগোষ্ঠিকে জোরপূর্বক অপসারণ; কারাদণ্ড; নিপীড়ন; ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব, বলপূর্বক পতিতাবৃত্তি, জোরপূর্বক গর্ভধারণ, জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণ বা তুলনামূলক মানের অন্য যে কোনো ধরণের যৌন সহিংসতা ;

রাজনৈতিক, জাতিগত, জাতীয়তা, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা লিঙ্গের ভিত্তিতে নির্ধারিত একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্যাতন; জোরপূর্বক ব্যক্তির গুম; বর্ণবাদী অপরাধ; এই জাতীয় অন্যান্য অমানবিক কাজগুলি যা ইচ্ছাকৃতভাবে চরম যন্ত্রণা বা গুরুতর শারীরিক বা মানসিক আঘাতের কারণ হয়ে থাকে।

নির্বাসন বা জনগোষ্ঠিকে জোরপূর্বক অপসারণ অপরাধ কি?

নির্বাসন বা জনগোষ্ঠিকে জোরপূর্বক অপসারণের মানবতাবিরোধী অপরাধ হল আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় অনুমোদিত ভিত্তি ব্যতীত এক বা একাধিক ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বহিস্কারমূলক আইন দ্বারা অপসারণ বা অন্যান্য জোরপূর্বক কর্মকাণ্ডের দ্বারা একটি আন্তর্জাতিক সীমান্তের বাইরে বাস্তুচ্যুতকরণ। ঐ ব্যক্তিগণকে যে স্থান থেকে নির্বাসন বা অপসারণ করা হয়েছে সেখানে তারা আইনগতভাবে অবস্থান করছিলেন। এই ক্রিয়াকলাপটি বেসামরিক জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিস্তৃত বা নিয়মতান্ত্রিক হামলার অংশ হিসাবে পরিচালিত হয়।

নিপীড়নমূলক অপরাধ কি?

নিপীড়নমূলক মানবতাবিরোধী অপরাধ হল এক বা একাধিক ব্যক্তিকে তাদের পরিচয় বা কোনও গোষ্ঠী বা সমষ্টিগত দলে অন্তর্ভুক্তির কারণে, তাদের মৌলিক অধিকারগুলি থেকে চরমভাবে বঞ্চিত করা। নিপীড়নমূলক অপরাধগুলো অবশ্যই আই.সি.সি'র এখতিয়ারভূক্ত কোনো অপরাধ এবং রাজনৈতিক, জাতিগত, জাতীয়তা, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, লিঙ্গ বা অন্য কোনো কিছুর ভিত্তিতে যা আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় অনুমোদিত নয় এমন কোনও অপরাধের হিসেবে সংঘটিত হয়। এই ক্রিয়াকলাপটি বেসামরিক জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিস্তৃত বা নিয়মতান্ত্রিক হামলার অংশ হিসাবে পরিচালিত হয়।

অন্যান্য অমানবিক আচরণমূলক অপরাধ কী?

অন্যান্য অমানবিক আচরণমূলক মানবতাবিরোধী অপরাধ হল চরম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান অথবা দেহে মারাত্মক আঘাত বা শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন। মামলার আইনের ভিত্তিতে, উদাহরণস্বরূপ- নিম্নলিখিত কাজগুলিকে এই ধরণের অপরাধের অধীনে বিবেচনা করা যেতে পারে: অঙ্গহানি এবং অন্যান্য মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি, প্রহার এবং অন্যান্য সহিংস আচরণ, গুরুতর শারীরিক ও মানসিক আঘাত, অমানবিক এবং অবমাননাকর আচরণ, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি এবং জোরপূর্বক গুম, অমানবিক পরিবেশে বন্দী রাখা, প্রহার, অপমান, হয়রানি, মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন, এমন পরিবেশে জোরপূর্বক শ্রম করানো যা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জীবন বা স্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বা যা তাদের মধ্যে ভীতি এবং অবমাননার অনুভূতি জাগ্রত করতে তৈরি করা হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়, যৌন সহিংসতা, জোরপূর্বক নারীদের পোশাক খুলে ফেলা এবং প্রকাশ্যে নগ্ন করে হাঁটানো।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ কিভাবে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে তাদের মতামত এবং উদ্বেগ জানাতে পারেন?

আপনার নিবেদন জমা দেয়ার প্রক্রিয়াটি ঐচ্ছিক এবং খরচবিহীন।
আপনি কেবলমাত্র নিজের বা একদল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য একটি নিবেদন জমা দিতে পারেন অথবা অন্য কেউ (যেমন- একজন ব্যক্তি বা সংগঠন) আপনার মতামত উপস্থাপন করতে পারে।
অন্তত ২০১৬ সালের ৯ই অক্টোবর পর থেকে অভিযোগক্রমে মায়ানমারের বেসামরিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহ, যেমন নির্বাসন, অন্যান্য অমানবিক আচরণ ও নির্যাতনের ফলে আপনি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার মতামত জমা দেওয়ার জন্য ফর্মটি পূরণ করুন, বা আপনার হয়ে কাজটি করার জন্য একজন প্রতিনিধি নিন। নীচের যে কোনো একটি বেছে নিন:

১. <u>অনলাইন ফরম</u>: অনলাইনে ফরমটি পূরণ করুন, স্বাক্ষরের ঘরটিতে টিক দিন (বাস্তবিকভাবে স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই) এবং সরাসরি আই.সি.সি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জমা দিন। ফরমটি সফলভাবে জমা হলে স্বয়ংক্রিয় নোটিশ দেখা যাবে।

২. পিডিএফ ফরম: ফরমটির পিডিএফ সংস্করণ ডাউনলোড করুন, প্রিন্ট করুন, স্বাক্ষর করুন এবং ডাকপোস্ট অথবা ইমেইলের মাধ্যমে ফেরত পাঠান (নীচের যোগাযোগের তথ্য দেখুন)। অনুগ্রহ করে চিঠি/ইমেইলের মাধ্যমে প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করার অনুরোধ জানান। ফরমটি ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানোর সময় অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, সংযুক্ত ফাইলটির আকার সর্বোচ্চ ৫ মেগাবাইটের চেয়ে বেশী হতে পারবে না।

৩. অডিও, ভিডিও বা অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম: এই ধরণের নিবেদনসমূহে অনলাইনে/পিডিএফ ফরমে চাওয়া সমস্ত তথ্যের যথাসম্ভব উল্লেখ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। কোনও নিবেদন ধারণ করার সময় দয়া করে তা সংক্ষিপ্ত রাখুন এবং যথাসম্ভব নিশ্চিত করুন যেন অডিও/ ভিডিও ধারণের সময়কাল ১০ মিনিটের কম হয়। নিবেদনকারী ব্যক্তির যতটা সম্ভব ইংরেজিতে কথা বলা উচিত অথবা ভিডিওটিতে ধারাবাহিকভাবে ইংরেজি অনুবাদ/সাবটাইটেল সংযুক্ত করা উচিত। আপনি আপনার নিবেদনটি ডাকপোস্ট বা ইমেলের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন (নীচের যোগাযোগের তথ্য দেখুন)। ইমেলের মাধ্যমে প্রেরণের সময়, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনার সংযুক্ত ফাইলটির আকার সর্বোচ্চ ৫ মেগাবাইটের চেয়ে বেশী হতে পারবে না।

নিবেদনটি সম্পূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করতে আর কোনো অতিরিক্ত নথিপত্রের প্রয়োজন নেই।

লক্ষ্যণীয়:

- নিবেদন ফরমটি পূরণ করার আগে ফরমটি পূরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত যে নির্দেশিকাগুলি আই.সি.সি'র ওয়েবসাইটে ডাউনলোডের জন্য রয়েছে তা মনোযোগ সহকারে পড়ুন। ফরমটি যাতে যথাযথভাবে সম্পূর্ণ এবং প্রক্রিয়াভুক্ত হতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য এটি অপিরাহর্য। ফরমটি পূরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত নির্দেশিকাগুলির উদ্দেশ্য হল নিবেদন ফরমটি পূরণ করার সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ বা তাদের সহায়তাকারীদেরকে সাহায্য করা করা।
- যতদূর সম্ভব, ইংরেজিতে ফরমটি পূরণ করার চেষ্টা করুন। আপনি যদি ইংরেজিতে ফরমটি পূরণ করতে না পারেন তাহলে অনুগ্রহ করে ভি.পি.আর.এসে'র সাথে যোগাযোগ করুন কারণ আমরা হয়তো আপনাকে কোনও ব্যক্তি/সংগঠেনর কাছে যেতে বলতে পারি যারা আপনাকে সহায়তা করতে সক্ষম।
- সব প্রশ্নের উত্তর আপনার পক্ষে যতটা ভালভাবে দেয়া সম্ভব দিন, এবং প্রয়োজন হলে "প্রযোজ্য নয়" বা "অজ্ঞাত" উল্লেখ করুন।
- ফরমটির স্থান সীমাবদ্ধতার আলোকে, যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ উত্তর দিন
- আপনি যদি শিশু হন তাহলে একজন প্রতিনিধিকে দিয়ে আপনার হয়ে ফরমটি পূরণ করান।
- নিবেদন জমা দেয়ার জন্য আপনার ইন্টারনেট সংযোগ/কম্পিউটারের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের দলের জন্য অনুগ্রহ করে শুধুমাত্র এক ধরণের ফরম নির্ধারণ করুন, হয় অনলাইন অথবা পিডিএফ ফরম।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের দলের পক্ষে নিবেদন: আপনি একজন প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের একটি দলের নিবেদন ফরম পূরণ করে থাকলে অনুগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা, তাদের জাতীয়তা এবং জাতিগত গোষ্ঠী, লিঙ্গ, বয়স, ভাষা, মায়ানমারের আবাসস্থান এবং বর্তমান বাসস্থান উল্লেখ করুন।
এটি গুরুত্বপূর্ণ যে নিবেদনকৃত সকল ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের পক্ষ থেকে আপনাকে ফরমটি পূরণ করার বিষয়ে তাদের সম্মতি দিয়েছেন। দলগত নিবেদনের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের নাম বা স্বাক্ষর তালিকাবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। আপনার নাম এবং স্বাক্ষর অন্তর্ভুক্ত করাই আপনার জন্য যথেষ্ট।
এই নথিটিতে উল্লিখিত তথ্যসমূহের সাথে সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে অনুগ্রহ করে আই.সি.সি'র ভিকটিমস্ পার্টিসিপেশন এন্ড রিপারেশনস্ সেকশন (ভি.প.আর.এস)-এর সাথে এই ইমেইলে যোগাযোগ করুন: VPRS.Information@icc-cpi.int

চিঠি পাঠানোর ঠিকানা:

Victims Participation and Reparations Sections (VPRS)

International Criminal Court – ICC

P.O. Box 19519, 2500 CM, The Hague, The Netherlands

<u>দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে যে, যারা নিবেদন করতে চান তারা যেন প্রথমে ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আদালত থেকে প্রশিক্ষণ বা ব্যাখ্যা পেয়েছেন এমন কারও কাছে সহায়তা চেয়ে নেন। এটি কোনও সুশীল সমাজের সংগঠন, একজন আইনজীবি বা অন্য কোনো ব্যক্তি হতে পারে।</u>

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মতামত এবং উদ্বেগসমূহের কী হয়?

ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নথিগুলি কেবলমাত্র আই.সি.সি'র বিচারকদের কাছেই প্রেরণ করা হবে। এগুলি একটি সুরক্ষিত ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা হয় কেবলমাত্র অনুমোদিত আইসিসি কর্মীদেরই সেখানে প্রবেশাধিকার রয়েছে। বিচারকগণ আই.সি.সি প্রসিকিউটরকে এই তথ্যগুলি জানাবেন কিনা সে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ক্ষতিগ্রস্তদের মতামত ও উদ্বেগ নিয়ে আই.সি.সি একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে; মূল ও সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি বিচারকগণের কাছে প্রেরণ করা হবে এবং জনসাধারণের জন্য কেবল একটি সম্পাদিত সংস্করণ রাখা হবে, যাতে কোনও সনাক্তকারী তথ্য জনগণের কাছে প্রকাশ না হয়।

এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সুরক্ষাই সর্বাগ্রগণ্য। আই.সি.সি'র সাথে আপনার সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিন এবং সতর্ক হন। এছাড়া অনুগ্রহ করে এমন বিষয়গুলো এড়িয়ে যান যা অপ্রয়োজনীয়ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে এবং আপনাকে বা অন্যদেরকে ঝুঁকিতে ফেলে।

আদালত কি এই ফর্মগুলি জমাদানকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাথে যোগাযোগ করবে?

বিচারকগণ তদন্তের অনুমোদন দেয় কিনা রেজিস্ট্রি তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে অবহিত করবে গণমাধ্যমের মাধ্যমে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ফরম জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলির সাথে যোগাযোগ করে।

এরপর কি হবে?

আই.সি.সি বিচারকগণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মতামত ও উদ্বেগসমূহ বিবেচনা করবেন এবং প্রসিকিউটরের আবেদনের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের কাছে যা উপস্থাপন করেছেন, তার ভিত্তিতে তদন্তের অনুমোদন দেবে কিনা সে বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন।

বিচারকগণ তদন্তের অনুমোদন দিলে আপনি যে আবেদনগুলি করতে পারবেন:

১) আইনী প্রতিনিধির মাধ্যমে আপনার মতামত এবং উদ্বেগসমূহ জানিয়ে এক বা একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত বিচারকার্যে অংশ নেওয়ার জন্য এবং;

২) ক্ষতিপূরণের জন্য, যদি বিচার কার্যক্রমের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি(গণ) দোষী সাব্যস্ত হয়।

বিচারকগণ তদন্তের অনুমোদন না দিলে আপনি হয়তো আইনজীবির মাধ্যমে সেরকম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবেন।

আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে এই ইমেইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন VPRS.Information@icc-cpi.int

আই.সি.সি কখন তদন্ত করতে পারে এবং মামলা করতে পারে?

আই.সি.সি সাধারণত যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং গণহত্যার তদন্ত ও বিচার করতে পারে যদি সেগুলি সংঘটিত হয়:

- ২০০২ সালের ১লা জুলাই-এর পরে সংঘটিত হলে এবং
- কোনো রাষ্ট্রীয় দলের নাগরীক দ্বার অথবা রাষ্ট্রীয় দলের সীমানার মধ্যে, অথবা
- যখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ একটি পরিস্থিতিকে আদালতের সরণাপন্ন করে, বা
- যখন কোনও অরাষ্ট্রীয় দল কোনও অ্যাড হক ভিত্তিতে আদালতের এখতিয়ার গ্রহণ করে।

আগ্রাসনের অপরাধের ব্যাপারেও আই.সি.সি'র বিচারের অধিকার রয়েছে যা ২০১৭ সালের ১৭ই জুলাই কার্যকর হয়েছিল এবং এর নিজস্ব বিশেষ বিচারসম্পর্কিত আবশ্যিক শর্ত রয়েছে (উপরে তালিকাভুক্ত)।

আইসিসির উদ্দেশ্য হল একটি সর্বশেষ অবলম্বন আদালত হিসেবে থাকা এবং এই অপরাধগুলির তদন্ত ও বিচারের প্রাথমিক দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় ফৌজদারি বিচারব্যবস্থাগুলিকে প্রতিস্থাপন না করা। সুতরাং, কোনও রাষ্ট্র যদি তা করতে ইচ্ছুক বা সক্ষম না হয় তবে শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই আদালত (আই.সি.সি) পদক্ষেপ নেবে। রোম সংবিধির আর্টিক্যাল ১৭-তে এটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আই.সি.সি কাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে?

আই.সি.সি ব্যক্তিগণের বিচার করে, রাষ্ট্র, সংস্থা বা সরকারের নয়। অভিযুক্ত অপরাধ সংঘটনের সময় ব্যক্তির বয়স ১৮ বছরের কম হলে আই.সি.সি তার বিরুদ্ধে মামলা করে না।
আই.সি.সি উপরের তালিকাভুক্ত অপরাধ সংঘটনকারী প্রত্যেকেরই বিচার করে না।আই.সি.সি প্রসিকিউটরের নীতি হ'ল যেসকল পরিস্থিতিতে আই.সি.সি তদন্ত পরিচালনা করছে সেখানে সংঘটিত এইসকল অপরাধের জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।
নিজের পদমর্যাদার জোরে কেউই আই.সি.সি'র আওতামুক্ত নয়; সুতরাং রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা এবং বিদ্রোহী আন্দোলনের নেতাদের সবাইকে আই.সি.সি'র সামনে বিচার করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, কর্তৃত্বে থাকা একজন ব্যক্তিকে তার আদেশের অধীনে বা তদারকিতে কাজ করা ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য দায়ী করা যেতে পারে। একইভাবে, যে ব্যক্তিগণ তাদের উর্ধ্বতনদের আদেশ অনুসরণ করতে গিয়ে রোম সংবিধিবদ্ধ অপরাধগুলি করে আসছিল তারাও আইসিসির সামনে বিচারের হাত থেকে মুক্ত নয়।

আই.সি.সি'র বিচারকার্যক্রমের ধাপগুলি কী কী?

আই.সি.সি'র সামনে ফৌজদারি বিচারের উদ্দেশ্য হল গুরুতর অপরাধের অভিযোগগুলির তদন্ত, বিচার এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হলে রোম সংবিধি অনুযায়ী তার শাস্তি নিশ্চিত করা। আই.সি.সি'র বিচারকার্যক্রমে বেশ কয়েকটি ধাপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

প্রাথমিক অনুসন্ধান পর্যায়: আই.সি.সি প্রসিকিউটর কোনও বিশেষ পরিস্থিতি- যেখানে আদালতের এখতিয়ারভুক্ত অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে, তার তদন্ত করবে কিনা, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রতি এই পর্যায়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়।

তদন্ত পর্যায়: প্রসিকিউটর প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরে কোনো পরিস্থিতির তদন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর সিদ্ধান্ত নিলে, তখন প্রমাণ সংগ্রহ এবং কি কি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং কারা দায়ী তা খুঁজে বের করার জন্য এই পর্যায়টি শুরু হয়।

প্রাক-বিচার পর্যায়: এই পর্যায়টি হল সেই সময়কাল যখন আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে- এক বা একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারি বা তাদেরকে প্রাক-বিচার চেম্বারে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া হবে কি না এবং একবার কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে চেম্বারের বিচারকদের সামনে হাজির করা হলে, প্রসিকিউটর কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগসমূহ নিশ্চিত করতে হবে কি না।

বিচার পর্যায়: এই পর্যায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আইসিসির এখতিয়ারভূক্ত অপরাধসমূহ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারপ্রক্রিয়া, যার শেষে অভিযুক্তকে হয় দোষী সাব্যস্ত করা ও শাস্তি দেওয়া হয়, অথবা উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের দোষের বিষয়ে বিচারকগণ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের চেয়ে বেশী নিশ্চিত না হলে অপরাধ(গুলি)র অভিযোগ থেকে তাদের খালাস দেওয়া হয়।

আপীল পর্যায়: পক্ষসমূহ বিচারের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করলে, এটিই সেই পর্যায় যেখানে চূড়ান্ত রায় দেওয়া হয়। বিচারিক চেম্বার কর্তৃক প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ বা খালাসের রায় আপিল চেম্বার কর্তৃক উলটিয়ে দেয়া সম্ভব, উদাহরণস্বরূপ, যদি আপিল চেম্বারের বিচারকগণ নির্ধারণ করেন যে বিচারিক চেম্বারের বিচারকগণ আইনটিকে ভুলভাবে প্রয়োগ করেছেন অথবা যথেষ্ট তথ্যগত ত্রুটি করেছেন।

ক্ষতিপূরণ পর্যায়: কোনও দণ্ডাদেশ প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে বিচারিক চেম্বার দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের একটি **আদেশ জারি করতে পারে**। দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি যদি ক্ষতিপূরণের খরচ বহন করার কোনও উপায় না থাকে ("দরিদ্র"), সেক্ষেত্র আদেশটির সুষ্ঠুতা বজায় রাখতে **ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ট্রাস্ট ফান্ডের** আবেদন করা যেতে পারে যাতে ক্ষতিগ্রস্তরা কিছুটা প্রতিকার পেতে পারেন।
এই পর্যায়ে, আদেশিত ক্ষতিপূরণের ধরণের উপর নির্ভর করে (ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে, তারা যে ক্ষতিপূরণের বৈধ দাবীদার তার কিছু প্রমাণ দেওয়ার জন্য চেম্বারে ডাকা হতে পারে। দণ্ডিত হওয়ার সময় দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি তার জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে কখনো দারিদ্রমুক্ত হলে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ ফেরত দিতে বলা হতে পারে।
এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ফৌজদারি বিচারকার্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগে।